গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয়শাখা
www.gsb.gov.bd

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ডিসেম্বর/২০২০ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**ড. মহঃ শের আলী** **মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)**
তারিখ	:	**২২ ডিসেম্বর, ২০২০**
সময়	:	**সকাল ১০:০০ ঘটিকা**
স্থান	:	**সভাকক্ষ**
উপস্থিত সদস্য	:	**পরিশিষ্ট-ক**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে এবং সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। অতঃপর সভাপতি পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কে কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরুর অনুরোধ করেন।

সভার আলোচ্য সূচিসমূহ:

(১) বিগত ২৩-১১-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ।

(২) বিগত ২৩-১১-২০২০ তারিখের সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও নতুন বিষয়াদির পর্যালোচনা।

মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের দ্বিমত না থাকায় কার্যবিবরণী নিশ্চিত করেন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বিগত মাসের সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত		
১।	অধিদপ্তরের কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে সকল শাখা হতে ডিপিপি প্রণয়ন করে জমা দেবার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের জের ধরে দূর অনুধাবন ও জিআইএস শাখার শাখা প্রধান জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও পরীবীক্ষণ সংক্রান্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত পূর্বেই গৃহীত হয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি কমিটি গঠন করা হয় নাই। তার শাখা ডিপিপি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে কিন্তু এ সংক্রান্ত কমিটি না থাকার কারণে তারা কমিটির প্রয়োজনীয় মতামত পাচ্ছেন না। এ প্রেক্ষিতে জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, কমিটি গঠনের পাশাপাশি প্রতিটি শাখা হতে ডিপিপি প্রণয়নের কাজও সম্পন্ন করতে হবে। এ আলোচনায় মহাপরিচালক বলেন, প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও পরীবীক্ষণ সংক্রান্ত কমিটি, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার সাথে সমন্বয় সাধন করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও পরীবীক্ষণ সংক্রান্ত কমিটি গঠনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং সকল সদস্যের মতামতের প্রেক্ষিতে কমিটি চূড়ান্ত করা হয়।	ক) প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও পরীবীক্ষণ কমিটি- ভূতত্ত্ব ডিসিপ্লিন হতে জনাব মঈনউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-আহ্বায়ক, জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটওয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-সদস্য, জনাব সালমা আক্তার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-সদস্য, জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-সদস্য, জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-সদস্য ও জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-সদস্য সচিব, ভূপদার্থ ডিসিপ্লিন হতে জনাব খন্দকার আবুল হাসান মোহাম্মদ সাইফুর রহমান, পরিচালক (ভূপদার্থ)-সদস্য, রসায়ন ডিসিপ্লিন হতে জনাব মো: রিয়াজুল ইসলাম, উপ-পরিচালক (রসায়ন)-সদস্য ও ড্রিলিং ডিসিপ্লিন হতে জনাব মো: মহিবুল ইসলাম, পরিচালক (খনন প্রকৌশল)-সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা সংশ্লিষ্ট কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা
২।	অন্যান্য অধিদপ্তরে কর্মরত জিএসবির জনবল সংক্রান্ত আলোচনায় মহাপরিচালক বলেন, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোতে সংযুক্ত ২ জন কর্মকর্তাকে বর্তমানে ফেরত আনার প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের নিয়োগ	ক) বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে সংযুক্ত জনবল ফেরত আনার বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চিঠি প্রেরণ	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, অপারেশন ও

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। ফলে শীঘ্রই সেখানে সংযুক্ত জনবল জিএসবিতে ফেরত আনা সম্ভব হবে। জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে (বিইআরসি) সংযুক্ত উর্দ্ধতন পরীক্ষাগার সহকারী, জনাব মো: নুরুল ইসলামকে জিএসবিতে পুনরায় সংযুক্ত করার বিষয়ে বহুবার চিঠি দেয়া হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয় নাই। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক বলেন, বিইআরসিতে সংযুক্ত জনবল ফেরত আনার জন্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চিঠি প্রেরণ করতে হবে। জনাব নুরুন নাহার ফারুকা, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখার পরীক্ষাগারে জনবল ঘাটতি থাকায় বিভিন্ন শাখা হতে পরীক্ষার জন্য সরবরাহকৃত নমুনা পরীক্ষার কাজ সম্পাদন সম্ভব হচ্ছে না। তিনি সংশ্লিষ্ট শাখার জনবলকে নিজ দায়িত্বে নমুনা পরীক্ষার কাজ সম্পাদন করার প্রস্তাব পেশ করেন। জনাব ফেরদৌসী বেগম, উপ-পরিচালক (রসায়ন) জানান, রসায়ন পরীক্ষাগারেও দীর্ঘ দিন যাবৎ পরীক্ষাগার সহকারীর সংকট রয়েছে। জিএসবির পরীক্ষাগার এবং যন্ত্রপাতির সংখ্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সে মোতাবেক পদ সংখ্যা বাড়েনি। নতুন পদ সৃজন ও আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কাজটি দ্রুত সম্পন্ন হলে এ জটিলতা কমানো সম্ভব হবে বলে পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জনাব মো: কামরুল আহসান মতামত প্রকাশ করেন।	করতে হবে। খ) নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখার পরীক্ষাগারে বিভিন্ন শাখা হতে সরবরাহকৃত নমুনা পরীক্ষার কাজ নগর ও প্রকৌশল ভূতত্ত্ব শাখার তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট শাখার জনবল নিজ দায়িত্বে সম্পাদন করবেন। গ) নতুন পদ সৃজন ও আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কাজটি সম্পন্ন করার মাধ্যমে জনবল সংকট নিরসনের ব্যবস্থা করতে হবে।	সমন্বয় শাখাসহ সকল শাখা
৩।	বিগত ৫ বছরের অসম্পন্ন প্রতিবেদন জমা দেয়ার বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, বিগত তিন (০৩) মাসে সর্বমোট ত্রিশ (৩০) টি প্রতিবেদন জমা হয়েছে। কিন্তু জমা দেয়া প্রতিবেদনগুলো হতে পর্যায়ক্রমে সেমিনারের মাধ্যমে উপস্থাপন ও প্রকাশনার ব্যবস্থার পূর্বে সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক যাচাই বাছাই প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে সম্পাদনা পরিষদ সংক্রান্ত কমিটি পুনর্গঠন প্রয়োজন। তিনি প্রস্তাব করেন, কমিটির পূর্ববর্তী আহ্বায়ক পিআরএল-এ যাওয়ায় পরবর্তী জ্যেষ্ঠ সদস্যকে আহ্বায়ক করে পুনরায় কমিটি গঠন সম্ভব। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক বলেন, প্রয়োজনানুসারে কমিটি অপর ১ (এক) জন সদস্যকে কো-অপ্ট করবেন। পাশাপাশি তিনি জমা দেয়া প্রতিবেদনগুলোর মানোন্নয়নের বিষয়েও আলোচনা করেন এবং দ্রুত প্রতিবেদনগুলো সেমিনারের মাধ্যমে উপস্থাপন করার বিষয়ে তাগিদ প্রদান করেন।	ক) সম্পাদনা পরিষদ সংক্রান্ত কমিটির পরবর্তী জ্যেষ্ঠ সদস্যকে আহ্বায়ক করে পুনরায় কমিটি গঠন করতে হবে এবং কমিটি প্রয়োজনানুসারে ১ (এক) জন সদস্য কো-অপ্ট করবে। খ) প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা হতে পর্যায়ক্রমে প্রতি সপ্তাহে বহিরঙ্গণ পূর্ববর্তী, বহিরঙ্গণ পরবর্তী ও পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদনের উপর উপস্থাপনার আয়োজন করা হবে। গ) আগামি জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে জমা দেয়া প্রতিবেদনগুলো হতে পর্যায়ক্রমে সেমিনারের মাধ্যমে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা এবং সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানগণ/ দল প্রধানগণ
৪।	২০২০-২১ অর্থবছরের বহিরঙ্গন কর্মসূচি সংক্রান্ত আলোচনাকালে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখার জনাব আক্তারুল আহসান, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, বর্তমানে অভিকর্ষীয় ও চুম্বকীয় জরিপ শাখা এবং পরিবেশ ভূতত্ত্ব ও প্রাকৃতিক দূর্যোগ এ্যাসেসমেন্ট শাখা হতে ২টি দল বহিরঙ্গণে অবস্থান করছে। শীঘ্রই তাদের কাজ সম্পন্ন হবে। উপকূলীয় ভূতত্ত্ব শাখা এবং দূর অনুধাবন ও জিআইএস শাখা হতে বহিরঙ্গণে যাবার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।	ক) পরিকল্পনা অনুযায়ী বহিরঙ্গন কর্মসূচি সম্পন্ন করা হবে।	সকল শাখা
৫।	বরিশাল, খুলনা, সাতক্ষীরা ও ফরিদপুর শহর এলাকায় চলমান Geo-information for Urban Planning and Adaptation to Climate Change, Bangladesh (GeoUPAC) প্রকল্প সংক্রান্ত আলোচনায় মহাপরিচালক প্রকল্পের সংশোধিত টিএপিপি জমা দেয়ার বিষয়ে জানতে চান। জনাব নুরুন নাহার ফারুকা, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, প্রকল্প পরিচালক বর্তমানে সুস্থ এবং তিনি সংশোধিত টিএপিপির কাজ নিজেই করছেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন, বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় খুলনা এলাকায় বহিরঙ্গণ কর্মসূচি শুরুর পূর্ব প্রস্তুতি চলছে।	ক) পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ চলমান থাকবে।	GeoUPAC প্রকল্প
	প্রশাসনিক আলোচনা		
১।	ভূ-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং গাড়ি TO&E ভুক্তি সংক্রান্ত আলোচনায় উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মো: কামরুল আহসান সভাকে জানান, ভূ-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি TO&E ভুক্তির তালিকা বর্তমানে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে এবং গাড়ি TO&E ভুক্তির তালিকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। TO&E ভুক্তির তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন থাকায় তিনি এ বিষয়ে মহাপরিচালকের প্রত্যক্ষ সহযোগীতা কামনা করেন। জনাব ফেরদৌসী বেগম, উপ-	ক) ভূ-বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও গাড়ি TO&E ভুক্তির জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় কাগজসহ যোগাযোগ করতে হবে।	ক) অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	পরিচালক (রসায়ন) জানান, বৈশ্লেষিক রসায়ন শাখার গবেষণা কাজে ব্যবহৃত ২ (দুই)টি যন্ত্র দীর্ঘদিন ধরে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। যন্ত্র দুইটি সারানোর বিষয়ে তিনি মহাপরিচালকের সহায়তা চান। মহাপরিচালক বলেন, যেহেতু যন্ত্রগুলো বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ক্রয় করা হয়েছে তাই এগুলো আগে TO&E ভুক্ত করে তারপর সারানোর প্রক্রিয়ায় যেতে হবে।		
২।	জিএসবিতে মুজিব কর্নার স্থাপন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে মুজিব কর্নার স্থাপনের উপ-কমিটির সভাপতি জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) মহাপরিচালককে জানান, মুজিব কর্নারের প্রস্তাবিত নকশা নিয়ে মুজিব কর্নার স্থাপন উপ-কমিটি মুজিব বর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে গঠিত মূল কমিটিসহ সভা করেছেন এবং বিভিন্ন সদস্যদের মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রস্তাবিত নকশায় প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি জাতির জনক সম্পর্কিত বই প্রাপ্তির বিষয়ে তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) তে এবং ভিজ্যুয়াল তথ্য চিএ প্রাপ্তির বিষয়ে ন্যাশনাল আর্কাইভ বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ করবেন। মহাপরিচালক জিএসবির সীমানা প্রাচীরে জিএসবির লোগো এবং সীমানা প্রাচীর সজ্জিতকরণের কাজটি মুজিব কর্নার স্থাপনের সাথেই সম্পন্ন করার পরামর্শ প্রদান করেন।	ক) পরিকল্পনা অনুযায়ী মুজিব কর্নার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হবে। খ) মুজিব কর্নার স্থাপনের পাশাপাশি জিএসবির সীমানা প্রাচীরে জিএসবির লোগো এবং সীমানা প্রাচীর সজ্জিতকরণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি ও উপ-কমিটি
৩।	এপিএর ৫০ জন ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখার শাখা প্রধান জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, গত ১ মাসে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আওতায় ৪ র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের "শুদ্ধাচার কৌশল ও সুশাসন" এবং পরিচালকদের "এপিএ বাস্তবায়ন" সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, আগামি জানুয়ারি মাসে বিয়াম ফাউন্ডেশন এর মাধ্যমে কক্সবাজার জেলায় ৬০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারির সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হবে। আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছেন। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক বলেন, প্রতিটি শাখার প্রয়োজন মোতাবেক শাখা থেকে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করতে হবে এবং এ সব কারিগরী প্রশিক্ষণ পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করতে হবে।	ক) এপিএর ৫০ জন ঘন্টা প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। খ) প্রতিটি শাখার প্রয়োজন মোতাবেক শাখা থেকে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করতে হবে।	প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণ শাখা
৪।	Geological Heritage হিসাবে ঘোষিত সিলেট জেলার গোয়াইনঘাটের জমির অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাবলীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে মহাপরিচালক জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কমিটির সভাপতি জনাব আব্দুল বাকী খান মজলিশ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি এখন সম্পূর্ণ ভাবে সিলেট জেলার জেলা প্রশাসক ও কমিশনারের আওতাভূক্ত। জমির মূল্য প্রাক্কলন করে ডিসি অফিস থেকে জিএসবিকে অবহিত করার পরে জিএসবি পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কমিটির সভাপতি এ বিষয়ে মহাপরিচালকের সহযোগীতার বিষয়টি উল্লেখ করলে মহাপরিচালক জানান, তিনি বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করেছেন।	ক) ডিসি অফিস থেকে Geological Heritage হিসাবে ঘোষিত জমির মূল্য প্রাক্কলন করা হলে সে মোতাবেক জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করা হবে।	সংশ্লিষ্ট কমিটি
৫।	বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনাকালে উপ-পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) জনাব মো: কামরুল আহসান জানান, নিরাপত্তা কর্মীরা থার্মালগানের ব্যবহার বিধি না জানায় সবার তাপমাত্রা পরীক্ষার নির্দেশনা সত্ত্বেও থার্মালগানের ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। মহাপরিচালক মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার ও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মানার বিষয়ে পুনরায় আলোকপাত করেন। এছাড়াও, তিনি করোনার চিকিৎসার জন্য সরাসরি অথবা টেলিফোনের মাধ্যমে সহায়তার জন্য সরকারি কর্মচারি হাসপাতালে যোগাযোগ করার জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারিদের মধ্যে পুনরায় নোটিশ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন।	ক) আরো ১টি থার্মালগান কেনার ব্যবস্থা করতে হবে। সবাই যেন থার্মালগান ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহায়তা করেন সে বিষয়ে নোটিশ জারি করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
৬।	অফিসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতির বিষয়ে ভিজিলেন্স কমিটির সভাপতি জনাব মো: নুরুদ্দিন সরকার, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) জানান, ভিজিলেন্স কমিটির সদস্যরা বিগত মাসে পরপর কয়েকদিন অফিসের গেটে বসে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে উপস্থিতির বিষয়টি মনিটর করেন। এতে পরিলক্ষিত হয় কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপস্থিতি অনিয়মিত। তিনি ভিজিলেন্স কমিটির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শাখা প্রধানদের ই বিষয়ে মনিটরিং জোরালো করার বিষয়ে আলোকপাত করেন। এছাড়া ক্রমাগত যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অনিয়মিতভাবে অনুপস্থিত থাকেন তাদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে তিনি মতামত প্রদান	ক) ভিজিলেন্স কমিটির সদস্যগণ একটি নির্দিষ্ট বিরতিতে গেটে বসবেন এবং ক্রমাগত যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী অফিসে অনুপস্থিত থাকেন তাদের বিরুদ্ধে কমিটি কারণ দর্শানোর নোটিশ দিবেন।	ভিজিলেন্স কমিটি

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	করেন।		
৭।	জিএসবির ডে-কেয়ারের বিষয়ে মহাপরিচালক জানতে চান, ডে-কেয়ারের জন্য এতদিন পর্যন্ত কি কি করা হয়েছে এবং বর্তমানে ডে-কেয়ারটিকে চলমান রাখতে আর কি কি প্রয়োজন হতে পারে? তিনি প্রয়োজনীয় সকল কাজের প্রাক্কলন জানানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কমিটিকে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) জিএসবির ডে-কেয়ারের জন্য কি কি করা হয়েছে এবং আর কি কি প্রয়োজন সে সকল কাজের প্রাক্কলনসহ মহাপরিচালককে অবগত করতে হবে।	ডে-কেয়ার কমিটি

সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

১৯/০১/২০২১
(ড. মহঃ শের আলী)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

নং-২৮.০৫.০০০০.০০৪.০১.০৪৪.১৮/ ১০২ তারিখ ১৯.০১.২০২১ খ্রি.।

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল:-

১। সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সভাপতি, আইসিটি ও ওয়েব টিম (জিএসবি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধসহ), জিএসবি, ঢাকা।
৩। শাখা প্রধান/প্রকল্প পরিচালক/সেল প্রধান ----------জিএসবি, ঢাকা।
৪। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী, জিএসবি, ঢাকা।

১৯/১/২১
(মঈনউদ্দিন আহম্মেদ)
পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়)